

আমার একবছরের জন্মদিনে মাকে চিঠি - ১৪ জানুয়ারি ২০১৫

মা, আজ আমার এক বছরের জন্মদিন ছিল। খুব ধুমধাম করে তুমি-বাবা-দাদু-পশি-হাসিমাসি সবাই মিলে খুশি মনে সবাইকে আপ্যায়নের আয়োজন করছিলেন। সকালে আমাকে কতটা আদর করেছে। তোমরা সবাই কত খুশি ছিলে সারাদিন।

বাবা আর দাদু দুদিন ধরে প্যান্ডলে বাঁধার তদারকি করেছে। তুমি ঘরের দিকটা সামলেছ। আর হাসিমাসি আমাকে।

সন্ধ্যবেলো বহু মানুষেরে ঢল নমেছিলি আমাদের ক্লাব হাউসে। চনো মানুষদেরও চনিতো পারছিলিম না। কমেণ যনে সব গুলিয়ে যাচ্ছিলি। অল্প কিছু বাচ্চা ছিলি। আমাকে দিয়ে ককে কাটার আয়োজন ছিলি। ককেরে মাঝখানে দপদপ করছিলি একটা মোমবাতী। আমি আগুন ধরতে আঙুল বাড়িয়ে দলিমা। সবাই হইহই করে উঠল। আমার আর আগুন ছুঁয়ে দেখা হল না! কনফোর্টি বাড়়ে পড়ল।

বড়োদের ভড়ই বশৌ ছিলি। ঘরটা সুন্দর করে চীনা কায়দায় গোল টবেলি দিয়ে সাজান হয়ছিলি। প্রতটিতে নটা করে চয়রা। চীনারা নাকি নয় সংখ্যাটাকে মাঙলকি বলবে বিশ্বাস করে। অনেকে রীতিমতো গোলটবেলি বসে গোলটবেলি করছিলি। সঙগে খাওয়া-দাওয়া তো ছিলিই। ভজে বলস, কফি, কড়াইশুটিরি কচুরি, ছোলার ডাল, আলুর তরকারি, পোলাও, মুরগি, মাটন, চাটনি, পাপড় গরম গরম জলিপি আর রোস্টেডে রসগোল্লা। শেষে পানও ছিলি।

কটে কটে বড়ো বড়ো বাকসো এনছিলি। জানি না তার মধ্যে কি ছিলি কিন্তু রঙনি কাগজেরে মোড়ক দেখে সব টনে খুলে দেখতে ইচ্ছা করছিলি। যা বুঝলাম আমার জন্মহই আনা হয়েছে কিন্তু আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে – পাছে আমি নষ্ট করে ফেলি... তাতে আমার তমেন কিছু এসে যায় না। এত অচনোর ভড়িে দমবন্ধ লাগছিলি। এমন সময় পরেয়াম্মা এল তার আধখানা হাসি নিয়ে। আমার চনিতো ভুল হয়নি তাকে। তার মাথার টুপিটি নিয়ে নিলাম। আবার ফলেও দলিমা। পরেয়াম্মা অন্যদের থেকে একদম আলাদা তাই তাকে চনিতো ভুল হবার উপায় নহই। সে আমার কানে কানে বললে 'তোমার ওপর কী অত্যাচারটাই না হচ্ছে! কে-থায় শুধু বাচ্চাদের নিয়ে খেলো হব... কিন্তু তা হবার নয়।'

আচ্ছা মা, তোমরা এত আয়োজন করলে কিন্তু আমার ইচ্ছাটা যো অন্যরকম ছিলি। আমাকে সকালবেলো কোন শিশুভবনে বা বাচ্চাদের আশ্রমে নিয়ে গলে না কেনে! ওদের সঙগেই না হয় খেলোখুলো করে সকালের খাওয়াটা সারতাম। ওরাও একটু ভালমন্দ খতো। সখানে মাটিতে চাদর বছিিয়ে আমরা ককে মাখামাখি করতে পারতাম। যতখুশি মুখে-হাতে-গায়ে মখে সবাই মিলে আনন্দ করতাম...

একথাটা তোমার মনে আসনো হয়ত। না হলো তুমি তাই করতো। সেও আমি জানি। তাছাড়া ক্বীণ ইচ্ছা থাকলেও তোমার সো কথা অন্যরা কি বুঝত? না মনে নতি? এমনটাই হয় মা। এমনটাই হয়। আমি যমেন ইচ্ছা থাকলেও মোমবাতিরি আগুন ধরতে পারলাম না, আমারই জন্মদিনেরে ককে আমি হাত দতিে পারলাম না, আমাকে দেওয়া উপহার আমি ছুঁতে পারলাম না... এমনি করইে সময়েরে ওপর সময় চাপিয়ে আমি জন্মদিন গুনবো। আর একটু একটু করে শখিব কনোটা ধরবো আর কনোটা... কিন্তু মা, তুমি তো মা। তুমি তো পারো তোমার জন্মদিনটা তোমার মতো করে বছে নতি!!!

- স্বতন্ত্র ভাবনা

© আরকডে ইনফোর্টকে ২০১৫